بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

খুতবা জুমআ

'ইসলামের প্রসারতার জন্য কোনও তরবারির প্রয়োজন নাই। ইসলামের প্রসারতার জন্য সেই সমস্ত মানুষের প্রয়োজন যাদের খোদাতাআলার উপর দৃঢ় ও পরিপূর্ণ বিশ্বাস এবং ঈমান আছে। ইসলাম প্রসারের জন্য সেই সমস্ত মানুষের প্রয়োজন যাদের ইবাদত বা ইপাসনার মান উন্নত, ইসলাম প্রসারের জন্য সেই সমস্ত মানুষের প্রয়োজন যারা কোন প্রকার হত্যাকান্ড ও রাহাজানি হতে বিরত থেকে নিজ প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জেহাদ করে নিজ ব্যবহারিক অবস্থার সংশোধনকারী হবে'

সৈয়দনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদ বায়তুল আহাদ জাপান হতে প্রদত্ত ২০শে নভেম্বর, ২০১৫-এর জুমআর খুতবার কিয়দংশ

তাশাহুদ, তাউজ ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর (আইঃ) যে আয়াতের তেলাওয়াত করেন তার অর্থ হোল -

- 'এরা (অর্থাৎ মুহাজিররা) সেইসব লোক, যাদের আমরা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করলে তারা নামাজ কায়েম করবে, যাকাত দিবে, ভাল কাজের আদেশ দিবে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে। আর সব কাজের পরিণাম আল্লাহরই হাতে'। (সূরা আল্ হাজ্জ্- ৪২)

আলহামদুলিল্লাহ আজ জামাত আহমদীয়া জাপানকে তাদের প্রথম মসজিদ নির্মাণের সৌভাগ্য লাভ হয়েছে। আল্লাহতাআলা এটির নির্মাণ সর্বতভাবে কল্যানমন্ডিত করুন এবং আপনারা সেই উদ্দেশ্যকে সাধনকারী হোন যা মসজিদ নির্মাণের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। তাই কেবল নিছক মসজিদ নির্মাণ কোন বড় ব্যাপার নয় যে আমরা বলতে পারি যে, জাপানে আগমনের উদ্দেশ্য সম্পন্ন হয়েছে। আমাদের অভিপ্রায় তো তখন সম্পূর্ণ হবে যখন আমরা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর বয়াতের অন্তর্ভূক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যকে অর্জন করতে সচেষ্ট হবো এবং সেই উদ্দেশ্যটি হলো যে আমাদের সম্পর্ক খোদাতাআলার সহিত হয়ে যাওয়া এবং আমরা তাঁর ইবাদতের অধিকার রক্ষাকারী হবো। আমরা তাঁর সৃষ্টির অধিকার রক্ষাকারী হবো এবং আমরা নিজেদের ব্যবহারিক দিককে সম্মুখে রেখে সেটির উচ্চ মানে উপনীত হওয়ার যোগ্যতা অর্জনকারী হবো। আমরা ইসলামের অনুপম সুন্দর বার্তা ও ইসলামের সুন্দর শিক্ষাকে এই জাতির প্রত্যেকটি ব্যক্তির নিকট যেন পৌঁছাতে পারি। যখন জাপানকে ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রাপ্তী হয় এবং জাপানীদের ধর্মের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হোল তখন তাদের ইসলামের প্রতিও মনোযোগ সৃষ্টি হোল। যখন এই কথা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)কে অবগত করানো হয় তখন তিনি জাপানীদের মধ্যে প্রকৃত ইসলামের বার্তাকে পৌঁছানোর বাসনা বড়ই তীব্রতার সহিত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে,- অন্য মসুলমানেরা তো ওহী বা ঐশী বাণীর দ্বর রূদ্ধ করে নিজ ধর্মকে মৃতপ্রায় বানিয়ে ফেলেছে। তিনি বড়ই বেদনার্ত হৃদয়ে বলেন যে,- অন্য মুসলমানরা শুধু নিজেদের উপরই অন্যায় করছে না একথা বলে যে ওহী বা ঐশী বাণীর দরজা বন্ধ হয়ে গেছে বরং অন্যকেও নিজের বিশ্বাস ও মন্দ কর্মের প্রদর্শন করে তাদেরকে ইসলামে অন্তর্ভূক্ত হতে বাধাপ্রদান করছে। তাদের নিকট এমন কোন্ অস্ত্র রয়ে গেছে যা দ্বারা বিধর্মীদের তারা নিশ্চিহ্ন করতে চায়? তিনি নিজের মান্যকারীদের বলেন যে,- এই জামাতের কিছু লোককে এভাবে তৈরী করা উচিৎ যারা সৎ সাহসী ও ভদ্রপ্রকৃতির হবেন। আবার তিনি (আঃ) জাপানীদের মাঝে তবলীগের উদ্দেশ্যে পুস্তক লেখার আকাঙ্খাও প্রকাশ করেন।

অতএব তিনি (আঃ) যেভাবে আঁ হযরত (সাঃ) এর অনুসরণে তাঁর (সাঃ)এর বার্তাকে পৃথিবীতে প্রসারের উদ্দেশ্যে আগমন করেছিলেন তা হতে জাপানও বহির্ভূত নয়, দ্বীপপুঞ্জগুলিও বহির্ভূত নয় এবং অবশিষ্ট্য পৃথিবীও তা হতে বহির্ভূত নয়। এটি আল্লাহতাআলার কৃপা ও অনুগ্রহ যে আপনাদের এই দেশে আগমনের সুযোগ হয়েছে। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এ বিষয়ে আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন যে, অন্য মুসলমানরা জাপানে ইসলামের কি প্রসার করবে যখন এরা আল্লাহতাআলার ঐশী বাণীর দ্বার রূদ্ধ করে ইসলামকে মৃত ধর্মে পরিণত করে দিয়েছে এবং জাপানীদের বা বিশ্বের যে কোন দেশে বসবাসকারীদের মৃত ধর্মের কি প্রয়োজন? তিনি (আঃ) বলেন,- তোমরাই আছ যারা ইসলামকে জীবিত ধর্ম প্রমাণিত করতে সক্ষম এবং তার সৌন্দর্য্য পৃথিবীবাসীকে পরিবেশন করতে সক্ষম। যদি আল্লাহতাআলার সহিত সম্পর্কস্থাপনের পথই রূদ্ধ করে দেওয়া হয় তাহলে মুসলমান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে কি পার্থক্য রয়ে যাবে? যদি ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বকে পৃথিবীতে প্রমাণিত করতে হয় তবে আল্লাহতাআলার সহিত জীবন্ত সম্পর্ক স্থাপন করে প্রমাণ করা সম্ভব। পৃথিবীকে এ কথা জানিয়ে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা ও প্রমাণ করা সম্ভব যে, ইসলামের খোদা বর্তমানেও মানুষের সহিত কথা বলে থাকেন যার সহিত খোদা ভালবাসা রাখেন। সুতরাং এই শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য প্রত্যেককে আল্লাহতাআলার সহিত সম্পর্ক স্থাপন করার প্রয়োজন আছে। ইসলামের প্রসারতার জন্য কোনও তরবারির প্রয়োজন নেই। ইসলামের প্রসারতার জন্য সেই সমস্ত মানুষের প্রয়োজন যাদের খোদাতাআলার উপর দৃঢ় ও পরিপূর্ণ বিশ্বাস এবং ঈমান আছে। ইসলাম প্রসারের জন্য সেই সমস্ত মানুষের প্রয়োজন যাদের ইবাদত বা উপাসনার মান উন্নত, ইসলাম প্রসারের জন্য সেই সমস্ত মানুষের প্রয়োজন যারা কোন প্রকার হত্যাকান্ড ও রাহাজানি হতে বিরত থেকে নিজ প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জেহাদ করে নিজ ব্যবহারিক অবস্থার সংশোধনকারী হবে। সুতরাং এই দৃষ্টিকোণ থেকেও আজ আহমদীদের উপর বিরাট বড় দায়িত্ব ন্যস্ত হয় যে যেখানে নিজ ইবাদতের মানকে বৃদ্ধি করবে সেখানে ইসলামের আকর্ষণীয় দৃষ্টিনন্দন শিক্ষা মাধ্যমে অন্যদের নিকট প্রচার করবে। অতএব এই মসজিদটি যখন নির্মিত হয়েছে এটির প্রাপ্য অধিকার রক্ষা করুন। এই অধিকার রক্ষার্থে এটিকে পাঁচবার পরিপূর্ণ করুন। এর অধিকার রক্ষার্থে নিজ সংখ্যার মানকে উন্নত করুন। এটির অধিকার রক্ষাকল্পে নিজস্ব কর্মজীবনের পর্যবেক্ষণ করুন। এটির অধিকার রক্ষার্থে প্রচার ক্ষেত্রের বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যা বৃদ্ধি করুন। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এক স্থানে বলেন যে,- যেখানে ইসলামের পরিচয় করানোর প্রয়োজন হয় সেখানে মসজিদ নির্মাণ করে দাও, তাহলে তবলীগের বা প্রচারের পথ এবং পরিচিতির মাধ্যম সুগম হতে থাকে। সুতরাং এই মসজিদ আপনাদের উপর দায়িত্ব অর্পণ করছে যে যেখানে উপাসনার বা ইবাদতের মানকে উন্নত করবেন

সেখানে প্রচারকার্যের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করবেন। মসজিদটির উদ্বোধনের পূর্বেই মিডিয়া বা প্রচার মাধ্যম এটির যথেষ্ট বর্ণনাও দিয়েছে এবং একটি শান্তিনুরাগী ইসলামের পরিচয় এর প্রেক্ষাপটে এর পরিচিতি দেশবাসীর সম্মুখে তুলে ধরেছে। সুতরাং এবার এই পরিচয়ের মাধ্যমে লাভ উঠানো এখানে বসবাসকারী প্রতিটি আহমদীর কাজ হবে। জাপানীদের জন্য মসজিদ কোন নূতন জিনিস নয়। এখানে যেভাবে বলা হয় যে, এক শত এর কাছাকাছি মসজিদ আছে। তাই আমাদের এই মসজিদের উদ্বোধনকে এত গুরুত্ব দেওয়ার কারণ কি? কারণ এই যে, সাধারণ মুসলমানদের তুলনায় ভিন্ন ধরনের ইসলামের চিত্র আমরা দেখিয়ে থাকি। সেই প্রকৃত চিত্র যা হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) দেখিয়েছিলেন এবং যেটিকে পুনরায় দেখানোর নিমিত্তে এই যুগে আল্লাহতাআলা তাঁর নিবেদিত প্রাণ ও দাসকে প্রেরণ করেছেন। অতএব এই চিত্রকে দেখানোর জন্য আপনাদেরকেও নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করতে হবে ও এই দায়িত্ব ততক্ষণ পালন করা সম্ভব নয় যতক্ষণ না শুধুমাত্র ধর্মবিশ্বাস অবধি ও তার দৃঢ়তা অবধি প্রতিষ্ঠা না থাকেন বরং ব্যবহারিক অবস্থার উন্নত পর্যায়কে অর্জনের প্রচেষ্টাকারী হয়ে যান। পারস্পরিক ভালবাসা ও প্রেম ও ভ্রাতৃত্বের বর্দ্ধনকারী হন। যেখানে আমাদের মনিব ও নেতার দৃষ্টি আছে এবং যেখানে তাঁর নিবেদিত প্রাণ দাসের দৃষ্টি আছে আমাদের দৃষ্টিও সেদিকে রাখতে হবে। এর উল্লেখ আমাদের কোরআন মজীদেও পাওয়া যায়। তাই শুধু এ বলে দেওয়া যে আলহামদুলিল্লাহ আমরা যুগের ইমামকে মেনে নিয়েছি আলহামদুলিল্লাহ আমরা আহমদী, তা যথেষ্ট নয়। যে আয়াত আমি তেলাওয়াত করেছি তাতে যে বিষয়টির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে, আল্লাহতাআলা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তা এ যুগের আহমদী মুসলমানকেই সম্বোধন করে করা হয়েছে কারণ আমরাই আছি যারা যুগের ইমামকে মেনেছি, আমরাই আছি যাদের মাঝে ধর্মের দৃঢ়তার লক্ষ্যে খেলাফতের ব্যবস্থাপনা প্রবর্তিত আছে। একজন আহমদী মুসলমানের জন্য, এ যুগের ইমামকে মান্যকারীর জন্য খেলাফতের সহিত সম্পৃক্ত থাকার দাবীকারকের জন্য, আল্লাহতাআলা কিছু নৈতিক বিষয় বর্ণনা করেছেন, একটি হোল নামাজগুলির প্রতিষ্ঠার দিকে মনোযোগ দাও কারণ তোমার সৃষ্টির এটি হোল মূল উদ্দেশ্য। যদি নামাজের অভ্যাস নেই, ইবাদতের প্রতি মনোযোগ নেই তবে এই দাবীও ভ্রান্ত যে আমরা প্রকৃত মুসলমান। এই দাবীও ভ্রান্ত হবে যে, আমরা পৃথিবীতে বিপ্লব সাধন করবো। এই দাবীও মিথ্যা যে, আমরা আঁ হযরত (সাঃ)এর নিবেদিত প্রাণ দাসকে মেনে নিয়েছি কারণ তিনি তো আগমনের উদ্দেশ্যই বান্দার তার খোদার সাথে সম্পৃক্ততার কথা বলা হয়েছে এবং আবার তিনি বলেন যে- দ্বিতীয় উদ্দেশ্য পরস্পরের অধিকার প্রদান করা। এই আয়াতেও আল্লাহতাআলা বলেন যে,- আল্লাহতালার প্রকৃত বান্দাদের বিশেষত্ব হোল যে তারা খোদাকে ভয় পায়, তার ইবাদতের অধিকার রক্ষাকারী হয়। নিজ সম্পদ হতে খোদাতাআলার সন্তুষ্টির জন্য মানবতার মঙ্গলসাধন ও উন্নতির জন্য ব্যয় সাধন করে থাকে এবং শুধুমাত্র ব্যক্তিগতভাবে নিজ জীবনে বিপ্লবসাধন করে না বরং নিজেদের আদর্শ প্রদর্শন করে অপরকেও নিজেদের সাথে যুক্ত করে তাদেরও জানিয়ে দেয় যে জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি, তাদের জানিয়ে দেয় যে শয়তান হতে কিভাবে নিরাপদ থাকতে হয়। আমাদের উপর যে আল্লাহতাআলার অনুগ্রহ হয়েছে যেখানে অন্যান্য মুসলমানেরা বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্নভাবে আছে তাদের নিকট কোন শব্দ ধ্বনি নেই যে সবাইকে এক হাতে মিলিত করবে। আমাদের তো আল্লাহতাআলা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)কে মানার সৌভাগ্য প্রদান করে তাঁর পরবর্তীতে তাঁর প্রবর্তিত খেলাফতের ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সেই দৃঢ়তা দান করেছেন যে আমরা এক ধ্বনিতে উঠি আর বসি, দৃঢ়তা শুধুমাত্র ক্ষমতা বা সরকারলাভের মাধ্যমেই অর্জন হয় না বরং এক প্রভাব বা প্রতাপের মাধ্যমেও হয় বটে এবং হৃদয়ের প্রশান্তিলাভের মাধ্যমেও দৃঢ়তা লাভ হয়। ইনশাআল্লাহতাআলা সেই সময়ও আসবে যখন বিভিন্ন শাসকমন্ডলীও হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর দাসত্বে এসে প্রকৃত ইসলাম সম্পর্কে অবগত হবে কিন্তু এই সময়ও পৃথিবী আমাদের পানে চেয়ে আছে যে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা আমাদের বোঝাও। সুতরাং এটিও এক প্রকার দৃঢ়তা এবং প্রতাপ যা বর্তমানে পৃথিবীর উপর আল্লাহতাআলা দিচ্ছেন কিন্তু তা হতে লাভ অর্জনকারী তারাই হবে যারা খোদাতাআলার কথার প্রতি মনোযোগ প্রদর্শনকারী হবে। অতএব আল্লাহতাআলা বলেন যে,- এই কৃপার উত্তরাধিকারী হওয়ার জন্য পুণ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাও এবং তা প্রসার করো এবং মন্দ হতে বিরত থাকো ও অপরকেও বিরত রাখ। সুতরাং যতদিন এর উপর ভিত্তি করে থাকবে এই প্রাথমিক নীতিকে ধারণ করবে উন্নতিই উন্নতি করতে থাকবে।

যাইহোক প্রত্যেক আহমদীর সর্বদা এ কথা স্মরণ রাখা দরকার যে, নিজ কার্যকলাপে উন্নতির প্রতি মনোযোগ দিতে থাকলে তবেই বিশ্বকেও নিজের দিকে আকৃষ্ট করা সম্ভব এবং এই জিনিসই আবার সেই দৃঢ়তারও মাধ্যমে সৃষ্টি হবে যখন বিভিন্ন সরকারও এই প্রকৃত শিক্ষার অধিনস্ত হয়ে আঁ হযরত (সাঃ) এর দাসত্বে আসবে। অতএব একটি বৃহৎ উদ্দেশ্যকে অর্জন করতে আল্লাহতাআলা প্রকৃত মুসলমানদের সুসংবাদ দিচ্ছেন। নিজ জন্মের উদ্দেশ্যকে চিহ্নিত করুন, নিজ শারীরিক আকাঙ্খাগুলির বা প্রবৃত্তির কামনা বাসনা চরিতার্থ করার স্থলে খোদাতাআলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে চেষ্টা করুন। পরস্পরও ভালবাসা ও সৌহার্দ্যপূর্ণ থাকুন এবং সেই ভালবাসা ও সৌহার্দ্যকে এই পরিবেশেও বিস্তৃত করুন। নিজের মধ্যে সেই বিশেষত্ব সৃষ্টি করুন যা খোদাতাআলা আমাদের নিকট আশা করেন। কেবলমাত্র মসজিদ নির্মাণ করলেই সেই বিশেষত্ব সৃষ্টি হয় না বরং তার জন্য প্রচষ্টারত হতে হবে। এই বিশেষত্বের কথা খোদাতাআলা কোরআনের এক স্থানে এইভাবে উল্লেখ করেছেন - তিনি বলেন,- অর্থ- "তওবা বা অনুতাপকারী, ইবাদতকারী (আল্লাহ্‌র), প্রশংসাকারী, আল্লাহ্‌র পথে ভ্রমণকারী, রুকুকারী, সিজদাকারী, সৎ কাজের আদেশদাতা ও মন্দ কাজ থেকে বাধাদানকারী এবং আল্লাহ্‌ কর্তৃক নির্ধারিত সীমারক্ষাকারী (এরা সবাই খাঁটি মুমিন)। আর এসব মুমিনকে তুমি সুসংবাদ দাও।" (সূরা আত্‌ তওবা, ১১২)

তাই যেভাবে খোদাতাআলা বলেন এক ব্যক্তিকে প্রকৃত পুণ্যবান হতে হলে তার প্রথম শর্ত হোল যেন সে অনুতাপ করে বা তওবা করে অর্থাৎ নিজ পাপের স্বীকারোক্তি করে এবং পাপ স্বীকার করতে গিয়ে সম্পূর্ণভাবে তা হতে বিরত থাকার সংকল্প করে। পাপ শুধু বৃহৎ বৃহৎ পাপ নয় বরং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ত্রুটি যা ব্যবস্থাপনায় বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে, তাও পাপে পরিণত হয় এবং যখন এই সংকল্পে আবদ্ধ হয়ে যায় তখন খোদাতাআলার ইবাদতের অধিকার রক্ষা করতে গিয়ে তার আরাধনা করা এক পুণ্যবানের কর্তব্য। আল্লাহতাআলার অভিপ্রায়ে নিজেকে চালনা করা এক মুমিনের কর্তব্য এবং খোদাতাআলার ইচ্ছা বা অভিপ্রায় কি? যেভাবে এর উল্লেখ আমি এর পূর্বে করেছি যে, খোদাতাআলার অভিপ্রায় হোল মানুষ খোদাতাআলার ইবাদত বা উপাসনা করুক যেভাবে আল্লাহতাআলা বলেছেন,

(الذاريات ٥٦ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ) অর্থাৎ আমি জ্বিন ও মানুষকে কেবল আমার ইবাদতের বা উপাসনার উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছি। সুতরাং সম্পদশালী বা ব্যবসায়ীদের জন্য ইবাদত হতে বাহিরে থাকার কোন ওজোর নেই, সাধারণ মানুষের জন্য এবং গরীবদের জন্যও কোন সুযোগ নেই ইবাদতে কোনও প্রকার আলস্য প্রদর্শনের।

আল্লাহতাআলার নিকট নিজের সর্বস্ব ত্যাগ করে এবং নিজ আমিত্বকে অবজ্ঞা করে নিজ সম্মানকে বিস্মৃত হয়ে নিজ মর্যাদাকে পশ্চাতবর্তী করে তাঁর আদেশের উপর চলতে গিয়ে ব্যবস্থাপনার বিধিনিয়মের প্রতি মনোযোগী হওয়ার প্রয়োজন আছে এবং ব্যবস্থাপনার আনুগত্য করাও, এজন্য যে আল্লাহাতআলার নির্দেশ এটি এবং এটিও আল্লাহতাআলার নৈকট্যলাভের কারণ হয়ে থাকে। সুতরাং সিজদা বা নতমস্তক হওয়া আল্লাহতাআলার নৈকট্য অর্জনের জন্য হয়ে থাকে এবং এটি সেই সময় হয় যখন মানুষের মধ্যে বিনয় ও নম্রতা আসে। এর অন্বেষণ আমাদের করা উচিৎ। সুতরাং এই বিনয়বনত সিজদার সৌভাগ্য যখন লাভ হয় খোদাতাআলার নৈকট্য অর্জনের চরম প্রচেষ্টার প্রতি মনোযোগী হয়ে যাওয়ার পর নিজের সর্বস্ব ক্ষমতা ও সামর্থ্যের সহিত অপরকেও পুণ্য কথায় অনুপ্রাণীত করে খোদাতাআলার নিকট আনয়ন করুন। এরপর তবলীগের প্রতি মনোযোগী হন, অপরকেও যারা পার্থিবতায় নিমজ্জিত হয়ে চলেছে তাদেরকে খোদাতাআলার সম্মুখে নতকারী বানান অন্যকেও পাপে নিমজ্জিত হওয়া হতে ও আগুনে পতিত হওয়া হতে রক্ষা করুন। আজ এটি সমস্ত আহমদীর কর্ম, এ দায়িত্ব আমাদের যে আজ পৃথিবীকে খোদাতাআলার ক্রোধ হতে দূরে রাখা এবং এও স্মরণ রাখুন যে, আল্লাহতাআলা বলেন যে, প্রকৃত মুমিন আল্লাহতাআলার নির্ধারিত সীমাগুলির সুরক্ষাকারী হয়ে থাকে এই বিষয়গুলির উপর মনোযোগ দিন এবং এগুলির সুরক্ষা করুন অর্থাৎ এগুলির উপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞার সহিত সম্পূর্ণ সচেতনতার সহিত মান্যতা দিন যেভাবে আল্লাহতাআলা বলেছেন ও কোরআন করীমে বর্ণিত হয়েছে, সেই কথাগুলির সুরক্ষা করাও আমাদের কাজ, আল্লাহাতাআলা ও তাঁর রসূল (সাঃ) যে নির্দেশাবলী দিয়েছেন সেদিকেও এবং হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)ও যে কথাগুলি বলেছেন ও জামাতের নিকট প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন সেগুলি শুনুন ও কাজে রূপায়িত করার ও মেনে চলার চেষ্টা করুন যা যুগ খলীফার পক্ষ হতে আপনাদের জানানো হয়। নিজ ইমান বা বিশ্বাস ও কর্মের সুরক্ষা সম্পর্কে সচেতন হন। এই যুগে আল্লাহতাআলা আমাদেরকে খেলাফতের পুরস্কারে ভূষিত করেছেন বা সম্মানিত করেছেন একে গুরুত্ব দিন যে, আল্লাহতাআলা ধর্মের দৃঢ়তার উদ্দেশ্যে এটিকে আবশ্যকীয় বলে আখ্যায়িত করেছেন আর এমন মুমিনদের শুভসংবাদ দিয়েছেন যারা এ সমস্ত কথা অনুসরণ করেন। সুতরাং নিজের আত্মবিশ্লেষণ করুন এবং সেই ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হন যাদের সত্য মুমিন হওয়ার শুভসংবাদ আল্লাহতাআলা দিয়েছেন। আল্লাহতাআলার এটি বিশেষ অনুগ্রহ যে, তিনি আধুনিক যুগের আবিষ্কারাদিকেও আমাদের করতলগত বা অধিনস্ত করেছেন। জামাত লক্ষ লক্ষ ডলার এম.টি.এ র উপর ব্যয় করে থাকে যা তবলীগ ও তরবিয়ত বা প্রশিক্ষণের অন্যতম মাধ্যম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হোল যুগ খলীফার সহিত যোগাযোগের সর্বত্তম মাধ্যম এটি। সুতরাং পিতা-মাতা যদি নিজেদের পরবর্তী প্রজন্মকে নিয়ন্ত্রণ করতে চান তাহলে স্বয়ংও যুগখলীফার অনুষ্ঠানাদির সহিত নিজেকে সম্পৃক্ত করুন, এবং নিজেদের সন্তানদেরও সম্পৃক্ত করুন। কিছু অ-আহমদীও আমাকে কখনও লেখেন যে, আপনার খুতবা বা অমুক অনুষ্ঠান শুনে আমরা ধর্মের গূঢ় তত্ত্ব বা প্রকৃত মর্ম সম্পর্কে অবগত হয়েছি। তাই আহমদীদের তো ধর্ম শিক্ষা ও সংশোধনের জন্য এবং একত্ববাদের প্রতিষ্ঠার জন্য যুগ খলীফার অনুষ্ঠানাদির সহিত সম্পৃক্ত হওয়া অত্যাবশ্যক। জাপানী আহমদীদেরকেও আমি বলতে চাই যে,- ধর্ম শিখুন এবং নিজ ঈমান ও বিশ্বাসকে উন্নত করুন। এ দেখার প্রয়োজন নেই যে অমুক জন্মগত আহমদী বা পুরাতন আহমদী সে কেমন, যদি সে ধর্ম সম্পর্কে দুর্বল হয়ে থাকে তবে আপনি তার জন্য সংশোধনের কারণ হয়ে যান। পূর্বে আমি বলেছি কয়েকবার যে, খোদাতাআলা কারুর আত্মীয় নন, যে পুণ্য কর্ম করবে নিজের ইবাদতের বা উপাসনার মানকে উন্নত করবে আল্লাহতাআলার সাহায্য ও সমর্থন তার সাথে থাকবে। আল্লাহতাআলা করুন যেন প্রত্যেক আহমদী এই মূল বিষয়গুলিকে সম্মুখে রেখে নিজ জীবন অতিবাহিত করে এবং এই মসজিদ প্রত্যেক আহমদীর ঈমানে আর এর ব্যবহারিক কর্মেও এক বৈপ্লবিক উন্নতি সাধনের উপকরণস্বরূপ হয়। কেবলমাত্র সাময়িক আকাঙ্খা ও উদ্দীপনার দরুন মসজিদ নির্মাণকারী না হন বরং প্রকৃতভাবে এর অধিকার রক্ষাকারী হন।

মসজিদ সম্পর্কিত কিছু তথ্য উপস্থাপন করবো। মসজিদের এই জমিটি মোট এক হাজার বর্গ মিটারে অবস্থিত। দুইতলবিশিষ্ট এবং প্রধান সড়কের ঠিক বিশেষ স্থানে যেখানে অন্যান্য সড়ক পথগুলিকে প্রধান পথে মিলিত করছে ঠিক সেই খানে অবস্থিত। হাই ওয়ের প্রস্থান স্থলের নিকটে বরং দুটি হাইওয়ের মধ্যস্থলে অবস্থিত এটি। নিকটেই রেল স্টেশন আছে যা বৃহৎ নাগোয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে সোজা নিয়ে যায় তাই বহুল সুবিধা সমৃদ্ধ এটি। মসজিদের নাম 'বায়তুল আহাদ' আমি রেখেছিলাম। এখানে কল্যাণার্থে কাদিয়ানের মসজিদ মোবারাক ও দারুল মসীহের ইট স্থাপন করা হয়েছে। অট্টালিকার প্রথম তলে প্রধান 'হল' আছে যেখানে পাঁচ শতের অধিক নামাজীর ধারনক্ষমতা রাখে এবং উপরের তলে 'লাজনা হল' ও বারান্দা আছে যেখানে সামিয়ানা টাঙ্গিয়ে ছোট আকারে অনুষ্ঠান ইত্যাদি করা যেতে পারে। এছাড়া এটিকে সম্মিলিত করলে সাত-আট শত নামাজী এক সময়ে নামাজ পাঠ করতে পারে। দ্বিতীয় তলে অফিস বা কার্যালয় আছে, গ্রন্থাগার ছোট্ট একটি লাজনা 'হল', মুবাল্লিগ আবাসস্থল, অতিথি আবাসান আছে। এই মসজিদের জন্য অট্টালিকা কেনা হয়েছিল কিন্তু পরে এটিকে পরিবর্তিত করা হয়েছে যেজন্য এর চতুর্কোণে মসজিদের রূপ দেওয়ার জন্য মিনারা তৈরী করা হয় এবং গম্বুজও বানানো হয় এবং এটির প্রধান সড়ক পথের উপর অবস্থানের দরুণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই মসজিদটি শুধুমাত্র জাপান নয় বরং সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির যেমন চীন, কোরিয়া, হংকং, তাইওয়ান ইত্যাদির মধ্যে জামাতের প্রথম মসজিদ। আল্লাহতাআলা এটিকে অন্যান্য স্থানে পথ উন্মোচনের কারণ করুন এবং সেখানেও জামাত উন্নতি করুক এবং মসজিদ নির্মানকারী হন।

এটি একটি অট্টালিকা কিনে মসজিদ তৈরী করা হয়েছে। ২০১৩ সনের জুন মাসে এই অট্টালিকা কেনা হয়েছিল এবং এটির ক্রয় ও নির্মাণকার্যে মোট প্রায় তের কোটি আটাত্তর লাখ ইয়েন খরচ হয়েছে। প্রায় বারো লক্ষ ডলার। এতে অর্ধেকের কিছু কম কেন্দ্রীয় সাহায্য ছিল। অবশিষ্টাংশ এখানকার আহমদীরা দিয়েছেন অথচ খুবই ছোট্ট জামাত এখানে অসাধারণ ত্যাগের মাধ্যমে তাঁরা এই মসজিদ

নির্মাণে নিজেদের ভাগ দিয়েছেন। আল্লাহতাআলা তাদের সবাইকে এর উত্তম পরিণাম দান করুন। এতে কিছু বৃহৎ ত্যাগের অবদানও আছে অর্থনৈতিক ত্যাগ স্বীকারের, যখন এর তাহরীক করা হয় মসজিদ নির্মাণের মসজিদ বায়তুল আহাদের তখন এক আহমদী বলেন যে, যখন তাঁকে জানানো হয় সেক্রেটারী মালের পক্ষ হতে তখন তিনি সেই চাঁদা গ্রহণকারীকে নিজ গৃহে সঙ্গে নিয়ে যান,বলেন, সাথে চলুন আর আমার নিকট যা কিছু আছে তা গ্রহণ করা হোক। তাঁর স্ত্রী জাপানী। যখন তিনি গেলেন এবং চাঁদা বিষয়ে জানালেন তো তাঁর স্ত্রী বিভিন্ন বাক্স তাঁর সামনে এনে রাখেন এবং যখন তা হতে সমস্ত অর্থ একত্রিত করা হোল তখন হিসাব করা হোল সেগুলি আনুমাণিক দশ হাজার ডলার মূল্যের হবে। অনুরূপভাবে জাপানের সদর সাহেব লেখেন যে, কিছু সদস্যের অবস্থা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান ছিল যে তাঁরা খুব সামর্থ্যবান নন, কিন্তু তাঁরা নিজেদের যাবতীয় খরচাদিতে ঘাটতি করে আল্লাহতাআলার গৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্যে ত্যাগ স্বীকারের সৌভাগ্য অর্জন করেন এবং তাঁদের নিকট হতে এক সময় যে অর্থ তাদের দেবার ছিল তাতে দুই-আড়াই লক্ষ ডলারের ঘাটতি হচ্ছিল, পরন্তু সদস্যরা বড়ই ত্যাগের প্রদর্শন করেন এবং কষ্ট স্বীকার করে এ অর্থ দান করেন যারা পূর্বে অঙ্গীকার অনুযায়ী দিয়ে দিয়েছিলেন তাঁরাও পুনরায় চেষ্টা করে অধিক দান করেন আর এভাবে প্রায় সাত লক্ষ ডলার একত্রিত হয়ে যায়। এক যুবক ছাত্র যে পার্ট টাইম বা খন্ডকালীন চাকুরী করে থাকে এবং আশি হাজার ইয়েন সে মাসে আয় করে থাকে, সে এই মসজিদ নির্মাণের জন্য পঞ্চাশ হাজার ইয়েন প্রতি মাসে এখনও পর্যন্ত দিয়ে এসেছে। আহমদী বাচ্চারাও বড়ই ত্যাগী হয়ে থাকে। নিজ পকেট মানী বা হাত-খরচ সাশ্রয় করে এই মসজিদ নির্মাণের জন্য দিয়ে দেয় এবং এভাবে বাচ্চাদের মধ্যে একটি মেয়ে সর্বপরি দান করেছে সে বিভিন্ন সময়ে তার গুরুজনদের নিকট হতে উপহার স্বরূপ পাওয়া অর্থ একত্রিত করে তা সবটাই দিয়ে দেয়, এবং এরূপে যে অঙ্ক সে জমা করে তা হোল নয় হাজার ডলার, আহমদী মহিলারাও প্রচুর ত্যাগ স্বীকার করেছেন। নিজেদের গহনা দান করেছেন এবং এক মহিলা তো নিজের চব্বিশ খানা চুড়ি (সোনার) দান করে দেন। এরূপে আরেকজন মহিলা তাঁর মাতা-পিতার পক্ষ হতে যে গহনা লাভ হয়েছিল তা দান করে দেন। এক মহিলা যিনি ইদানিং পাকিস্তান হতে এসেছিলেন তিনি নিজের গহনার নূতন সেটটি মসজিদ নির্মাণের নিমিত্তে দান করে দেন যা তিনি জানুয়ারী মাসে নিজের কন্যার বিয়ের জন্য ক্রয় করে রেখেছিলেন। আল্লাহতাআলা সেই সমস্ত ত্যাগস্বীকারকারীদের নিজ পক্ষ হতে অফুরন্ত প্রতিদানে ভূষিত করুন। তাঁদের ধনসম্পদ বৃদ্ধি করুন। তাঁদের জনসম্পদেও বরকত দান করুন এবং তাঁদের ঈমান ও বিশ্বাস বর্দ্ধিত করুন এবং তাঁদের সকলকে এই মসজিদের অধিকার রক্ষাকারী করুন। এই মসজিদ যেখানে তাদের ইবাদতের মান উন্নত করুক সেক্ষেত্রে পারস্পরিক ভালবাসা ও প্রীতির সম্পর্ক বৃদ্ধির কারণ হোক এবং সেই ভালবাসা ও অনুরাগকে দেখে অপরাপর মানুষরাও যেন আকৃষ্ট হন।

অ-আহমদী প্রতিবেশীরাও বড়ই ভালবাসা ও আন্তরিকতার প্রদর্শন করেছেন। এক জাপানী বন্ধু নিজের এক বৃহৎ গৃহ যা কিনা তিন তলবিশিষ্ট তা জামাতকে অতিথি থাকার জন্য দান করে। এভাবে মসজিদের আশে পাশের প্রতিবেশীরা যখন জানতে পারে যে এখানে মসজিদ উদ্বোধন উপলক্ষ্যে বহু অতিথির সমাগমের প্রত্যাশা আছে তো তারা নিজেদের পার্কিং স্থল দিয়ে দেয় ব্যবহারের জন্য। জাপানীরা সাধারণত কোন অট্টালিকা উদ্বোধনে ফুলের ব্যবহার করে থাকে, যখন দুই জাপানী বন্ধু জানতে পারেন যে এখানে মসজিদ উদ্বোধন হবে তাঁরা মসজিদটিকে ফুল দিয়ে সাজানোর ইচ্ছা প্রকাশ করে এবং তাঁরা সম্পূর্ণ সাহায্য করেন। মসজিদটির সরকারী রেজিষ্ট্রির ব্যাপারে এক অ-মুসলমান উকিলের সহায়তার উল্লেখ করতে চাই যে, তিনি বিশাল সাহায্য করেছেন। তিনি সরকারী সহায়তা প্রদান করতে থাকেন। আকিও নাজিমা সাহেব। খুবই নিঃস্বার্থ সাহায্য করেন। তাঁর এই আইনি সাহায্যের মূল্য অন্তত: দুই হাজার ডলার দাঁড়ায় কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেননি। তিনি বলেন জাপানের উপর আহমদীয়া জামাতের প্রচুর অনুগ্রহ আছে এবং এর প্রতিদানস্বরূপ আমি এ কাজ বিনা মূল্যে করতে চাই এবং তিনি কোন মূল্য নেননি। সংবাদপত্র- প্রচার মাধ্যমেও এর উল্লেখ করেছে যা আমি পূর্বে বলেছি যে বেশ ভালই বর্ণনা করেছে তারা, সমস্ত বড় সংবাদপত্র, বিখ্যাত টি.ভি.চ্যানেল দ্বারা এর ব্যাপক হারে প্রচার হয়েছে।

সুতরাং আহমদীয়া জামাতের এই প্রতিক্রিয়া যা অন্যদের উপর প্রভাব ফেলেছে, যে শান্তিপ্রিয় ও শান্তি বিস্তারকারী ইসলামের প্রতিনিধি এরা। মানব সেবামূলক কাজ করে থাকে। এটিকে প্রতিষ্ঠিত করা ও এর গন্ডিকে প্রসারিত করা এখানে বসবাসকারী প্রত্যেক আহমদীর কাজ। আল্লাহতাআলা সকলকে সৌভাগ্য দান করুন যে, এই সত্যকে যে ইসলাম ভালবাসা ও নিরাপত্তাদানকারী ধর্ম এবং আমাদের মসজিদগুলি এর প্রতীকস্বরূপ। যাতে এই জাতিতে ইসলামের প্রকৃত বাণীকে প্রসারের পথ বিস্তারিত হতে পারে এবং এই জাতিও সেই সকল সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যান যারা নিজ সৃষ্টিকারীকে চিনে মানবদরদী হযরত রসূলে করীম (সাঃ) এর মর্যাদাকে বুঝবে।

অনুবাদকঃ বুশরা হামীদ, নাজারাত নাশরো ইশাআতের নির্দেশক্রমে

Khulasa Khutba Juma Huzoor Anwar 20th November, 2015

BOOK POST (PRINTED MATTER)

To.....

.....

.....

NAZARAT NASHR-O-ISHAAT, QADIAN, INDIA